মুজিবনগরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠিত

“বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ, স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর -২০২২ উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর আয়োজনে এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল এর বাস্তবায়নে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় উপজেলার রামনগর খেলার মাঠে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী, উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার প্রধান অতিথি হিসাবে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন।

পরে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, মুজিবনগর প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা:তানিয়া আক্তার এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায়, উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা ,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও সমাজসেবক হাসানুজ্জামান লালটু।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে ২০ টি গরুর,১০টি ছাগলের,১০টি ভেড়ার এবং ১০টি বিভিন্ন প্রাণিসহ মোট ৫০টি ষ্টল স্থাপন করা হয়।

পরে দুপুরে পানিসম্পদ প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীতে গাভি পালন,ষাড় পালন,ছাগল পালন,ভেড়া পালন এবং অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী খামারিদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল

ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রহমতউল্লাহ, গান্ধী প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাক্তার সালাউদ্দিন আহমেদ, উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন,মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের এল এফ এ মিঠুন আলী, এল এফ এ হাবিবুর রহমানসহ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।পুরস্কার ও সনদ বিতরণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান পানিসম্পদ প্রদর্শনীর সমাপনী ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয় তলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে মাসুদ রানা তমাল(১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় সমবায় মার্কেট-২ এর দ্বিতীয় তলা ভবন থেকে লাফ দিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাসুদ রানা তমালের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এলাকায়। সে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক তুহিন আহমেদের ছেলে ও আলমডাঙ্গা পাইলট মডেল হাইস্কুল থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ করে একটা শব্দ হয়। পরে আমরা দেখতে পাই সমবায় মার্কেটের নিচে একটি ছেলে ছাদ থেকে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি তার চোখে একটি মাস্ক বাধা। তার নাকে রক্ত ছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ছেলেটি হয়তো আত্মহত্যা করেছে।

নিহতের বাবা তুহিন বলেন, গতকাল বিকেলে আলমডাঙ্গা থেকে আমার স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে করে বোনের বাড়ি এসেছি। আর আমার ছেলে আলমডাঙ্গায় বাড়িতে ছিল। আজ সকালে পারিবারিক কাজে বোনের পরিবার ও আমরা মেহেরপুর যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা গাংনী এলাকায় পৌঁছালে আমার মোবাইলে কল দেয় একজন পুলিশ। তারপর এসে দেখি মর্গে আমার

ছেলের মরদেহ।

কুষ্টিয়া মডেল থানার (ওসি) সাব্বিরুল আলম জানান, তমালের পরিবার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার। আলমডাঙ্গা থেকে তার বন্ধুদের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় এসেছিল সে। আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শহরের কাটাইখানা মোড়ের সমবায় মার্কেট-২এর দ্বিতীয় তলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এঘটনায় তমালের সঙ্গে থাকা তার বন্ধুদের খোঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবার বা কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত করে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে তমালের আত্মহত্যার কারণ জানাতে পারেনি পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে নিয়ে কটুক্তি ও কু- রুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

ভারতের (ক্ষমতাসীন দল) বিজেপি নেতা নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দাল কর্তৃক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে কু- রুচিপূর্ন মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি আলমডাঙ্গার পৌর শহরের পশুর হাট জামে মসজিদ হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে স্বাধীনতা স্তম্ভে সমাবেশ করে বক্তব্য রাখেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

সমাবেশের আয়োজন করে” ইসলামি আন্দোলন” আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখা। এতে, অংশ নেয় উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও সর্বস্তরের মুসলমানেরা।

ঘণ্টাব্যাপী সমাবেশে বক্তারা বলেন, নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দালকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে ফাঁসি নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ও ডাক দেন। এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবী করেন ও প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব সহজেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে.. নিখিল

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাঈনুল হোসেন খাঁন নিখিল বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব সহজেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

কারণ অসহায় মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, বিপদগ্রস্থ মানুষ ছুটে আসে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। সেই রাজনৈতিক নেতা যদি সেই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যদি তার কল্যাণে কাজ করে তাহলে সে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করল। আর যিনি ওই মানুষটির সুযোগ গ্রহণ করলেন তিনি জাহান্নামী হয়ে গেলেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে সোমবার বিকেলে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ১৫ ই জুন পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের বিজয় নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাচনী কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশে আপনাদের এই উপস্থিতি জানান দেয় মাহফুজুর রহমান রিটন একটি সৎ ও নিষ্ঠাবান ছেলে। রিটন খারাপ পথে ছিলো না। রিটন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি আস্থা নিয়ে আপনাদের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো মাহফুজুর রহমান রিটনকে পাঠিয়েছেন।

আমি বিশ্বাস করি আমি আওয়াজ শুনেছি রিকশাচালক, ভ্যান চালক, দিনমজুর, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সকলের কাছে। তারা এক বাক্যে বলেছে রিটন ভালো ছেলে।

করোনা মহামারীর সময় যখন আপন সন্তান পাশে নেই, আত্মীয় স্বজন যখন পাশে নেই, ঠিক সেই সময়ে খাবার প্রয়োজনে খাবার নিয়ে, অক্সিজেনের প্রয়োজনে অক্সিজেন নিয়ে ছুটে গিয়েছেন এই মাহফুজুর রহমান রিটন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের জন্য একটি চারা গাছ পাঠিয়েছে। এই রিটন নামের চারা গাছটি আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও আপনাদের মাঝে পাঠিয়েছিলো নৌকা প্রতীক দিয়ে। যেটি আস্তে আস্তে বড় হবে, পাতা বাড়বে, ডালপালা বাড়বে এবং মেহেরপুরের সকলকে ছায়া প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী খুব আস্থা নিয়ে এবং বিশ্বাস করে এই পবিত্র মেহেরপুরের মাটিতে রিটনকে পাঠিয়েছে।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজ, মোঃ আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ, ইঞ্জিনিয়ার মোক্তার হোসেন চৌধুরী কামাল, মোঃ তারিক আল মামুন, সদস্য এম জাহাঙ্গীর আলম, জেমস স্বপন মল্লিক, মোঃ জাকিরুল ইসলাম, জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, বেলাল হোসেন, হুমায়ুন সুলতান, আব্দুল্লাহ রানা, মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ফজলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল সহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ

আবারো খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি’র কার্যালয়ের সোমবার সাড়ে দশটার সময় মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) সভাপতিত্বে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় রেঞ্জ ডিআইজি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা ধারণ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহব্বান জানান।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় তদন্ত ও অপরাধ দমন কর্মকান্ড পর্যালোচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ জেলা এবং খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম মনোনিত হয়। খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) নিকট হতে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার এবং সদর থানা চুয়াডাঙ্গা’র এসআই(নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই পুরস্কার লাভ করেন। এ সময় পুলিশ সুপার রেঞ্জ ডিআইজি নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জেলার স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার), খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার), চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

ইতোপূর্বে মার্চ ২০২২ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে শ্রেষ্ঠ জেলা এবং নভেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক কনফারেন্সে জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে বিশেষ অবদান রাখায় খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স)এ কে এম নাহিদুল ইসলাম, বিপিএম। অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্ এন্ড ক্রাইম) নজরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম সহ খুলনা রেঞ্জ ও রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন, খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারগন, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

দামুড়হুদাতে নিম্নমানের ইট ও মাটিযুক্ত বালু ব্যবহারের রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে।
এ উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের মোড় বন্দর বাজারে জায়গা থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজে চলছে।

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তড়িঘড়ি কাজ করায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ সড়কের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সামনে থেকে বড় মসজিদ মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব পান অহেদ মিয়া নামের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণের শুরু থেকেই রাস্তায় নিম্নমানের ইট ব্যবহারের চেষ্টা করেন ঠিকাদার। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসী বাধা দেন। ওই সময় নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা নিম্নমানের ইট ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিলে রাস্তার কাজ পূনরায় শুরু হয়।

শুরুর কয়েক দিন পর আবারও নিম্নমানের ইট আনতে দেখে গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। পরে তারা রাস্তা নির্মাণে বাধা দিলেও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে তাদের অনেকে বলেন, দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার হচ্ছে। যা কোনো নাম্বারের মধ্যেই পড়ে না। রাস্তার নিচে ভাঙা ইট ব্যবহার করা হয়েছে। বালু দেয়া হচ্ছে কম। ইটের মান এতই নিম্নমানের যে এক-দুই হাত উঁচু থেকে ফেললেই ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায়।

স্থানীয় চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন জানান, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিম্নমানের ইট ও পরিমাণমতো বালু না দিয়ে রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তায় এক নাম্বার ইট দেওয়ার কথা থাকলেও, দেওয়া হচ্ছে নাম্বারবিহীন ইট। বালিতে মেশানো হচ্ছে মাটি। যে পরিমাণ বালি দেওয়ার কথা, তার থেকে অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। এভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হলে, তা বেশি দিন টিকবে না।

এ বিষয় জানতে ঠিকাদার অহেদ মিয়ার সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান রাস্তা নির্মাণে কোনো রকম অনিয়ম হচ্ছে না বলে দাবি করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। কোনো সাংবাদিক লিখলে তাদের দেখে নেওয়ারও হুমকী দেন এই ঠিকাদার।

বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগমের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমানের সভাপতিত্ব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন,মাদক দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে মাদক রোধ করা সম্ভব না। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকমুক্ত দেশ গড়তে হবে।তাই মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিসহ সভা সভাবেশের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, তাহলেই মাদকমুক্ত সমাজ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক পরিতোষ কুমার কুন্ডু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন গণগবেষণা কেন্দ্রের দিনব্যাপি কর্মশালা

গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পর্যায়ে দিনব্যাপি গণগবেষণা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী এরিয়া অফিসের সহযোগীতায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তেঁতুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর প্রশিক্ষক সোহেল রানা কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগীতা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ৫ টি সমিতির ২৫ জন সদস্য এই কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় গণগবেষণা সমিতির বিভিন্ন বিষয় ও নিয়ম কানুন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ

চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমাবার বিকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে মেইন বাজার চত্তরে পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ্উদ্দিন বুলবুল সিডল সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সদস্য মোঃ আবুবকর বিশ্বাস। সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জ টিপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর শরাফৎ হোসেন পুটকে, পৌর বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি নেতা মোঃ মমিন মনোয়ার, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, সদস্য সচিব মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মূখে পড়েছে। এসময় তারা সরকারের সীমাহীন দূর্ণীতি, ভুলনীতি ও ব্যার্থতার দায়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান।

না হলে, বিএনপি’র নের্তৃত্বে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে হুশিয়ারী দেন। এসময় উপজেলা এবং পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিথ্যা মাদক মামলা দিয়ে চালান দেওয়ার প্রতিবাদে গাংনী থানার এসআই নুরের বিরুদ্ধে সাংবাদ সম্মেলন

মাদক আইনে মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুর ইসলামের বিরুদ্ধে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন সদ্য হাজত ফেরত তিন যুবক ও তাদের পরিবার।

আজ সোমবার (১৩ জুন) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সাংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের রাকিবুল ইসলাম, আব্দুর রহমান লায়েছ ও গাংনী শহরের মহিলা কলেজপাড়া এলাকার শ্যামল হোসেন। এসময় তাদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভিকটিম রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, একটি মামলার তদন্ত করার কথা বলে আমাদের ডেকে নিয়ে সেই মামলার আসামী হিসেবে চালান দিয়েছেন। তিনি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। সে সময় আমরা নিজেকে নির্দোষ দাবী করি এবং আমাদের কেনো গ্রেফতার করছেন

জানতে চাইলে সে আমাকে চড় থাপ্পড় মেরে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। এসময় আমাদের কাছে থাকা সাড়ে ১৭ হাজার টাকা, তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও আব্দুর রহমান লায়েছের একটি ১৫০ সিসি পলসার মোটরসাইকেল জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে দফায় দফায় আমার কাছে থেকে মোটা অংকের টাকা দাবী করেন তিনি। পরে লাইছের মোটরসাইকেলটি ছাড়িয়ে নিতে সে ৫০ হাজার টাকা দাবী করেন। পরে দরকষাকষির এক পর্যায়ে গাংনী পৌর সভার ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা নিয়ে মোটরাসাইকেলটি ছেড়ে দেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, নুর ইসলাম আমাদের থানায় এনে টাকার জন্য ব্যাপক মারধর করে। এছাড়া তার দাবীকৃত ৫ হাজার টাকা ঘুঁষ দিতে না চাওয়ায় তিনি আমাদের পরের দিন সকালে চালান না দিয়ে সারাদিন থানা হাজতে আটকে রেখে বিকালের দিকে আদালতে পাঠান।

তারা অভিযোগ করেন মাদক আইনে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদের জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছেন এসআই নুর । আমাদের প্রকাশ্যে শারীরিক এবং মানষিক নির্যাতন করে হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অংকের অর্থ। আমরা গাংনী থানার এসআই নুর ইসলাম নুরের বিচার দাবী করছি।

উল্লেখ্য, গত ৮ জুন বিকালের দিকে গাংনী থানার এসআই নুর ইসলাম নুর সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে গাংনীর চোখতোলা নামক স্থান থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে আরিফুল ইসলামকে (২৪) কে ৫৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

রাকিবুল ইসলাম ও আব্দুর রহমান লায়েসকে বসুন্ধরা এলাকায় ফুড সিটি থেকে শ্যামল হোসেনকে গাংনী মহিলা কলেজ পাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে আটক করেন।

৫৬ বোতল ফেনসিডিল জব্দ দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে পরের দিন বিকালে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করেন।

তবে গাংনী থানার এসআই নুর হোসেন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি অভিযোগপত্রে যেটি লিখেছি সেটিই সঠিক।